৪৯ উত্তরে যীশু বললেন, "আমাকে ভূতে পায়নি। আমি আমার
পিতাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনারা আমাকে অসম্মান করেন।
৫০ আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না, কিন্তু একজন
আছেন যিনি আমাকে সম্মান দান করেন, আর তিনিই বিচারকর্তা।
৫১ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে
চলে, তবে সে কখনও মরবে না।"
৫২ যিহূদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এবার আমরা সত্যি বুঝলাম
যে, তোমাকে ভূতেই পেয়েছে। অব্রাহাম ও নবীরা মারা গেছেন, আর
তুমি বলছ, 'যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে সে কখনও মরবে
৫৩ না।' তুমি কি পিতা আব্রাহাম থেকেও বড়? তিনি তো মারা গেছেন
এবং নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?"
৫৪ উত্তরে যীশু বললেন, "যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি
তবে তার কোন দাম নেই। আমার পিতা, যাঁকে আপনারা আপনাদের
৫৫ ঈশ্বর বলে দাবী করেন, তিনিই আমাকে সম্মান দান করেন। আপ-
নারা কখনও তাঁকে জানেননি, কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি
বলি আমি তাঁকে জানি না, তবে আপনাদেরই মত আমি মিথ্যাবাদী
হব। কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং কথার বাধ্য হয়ে চলি।
৫৬ আপনাদের পিতা অব্রাহাম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ
করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।"
৫৭ যিহূদী নেতারা যীশুকে বললেন,"তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ
বছর হয়নি, আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছে?"
৫৮ যীশু তাঁদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, অব্রা-
৫৯ হাম জন্মগ্রহণ করবার আগে থেকেই আমি আছি।" এই কথা শুনে
সেই নেতারাই যীশুকে মারবার জন্য পাথর কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু
যীশু গোপনে উপাসনা-ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

অন্ধ লোকটি দেখতে পেল

৯ পথ দিয়ে যাবার সময় যীশু একজন অন্ধ লোককে দেখতে
২ পেলেন। সে জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। তখন শিষ্যেরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরু, পার পাপে এই লোকটি অন্ধ হয়ে
জন্মেছে? তার নিজের, না তার মা-বাবার?"

৩ যীশু উত্তর দিলেন,"পাপ সে নিজেও করেনি, তার মা-বাবাও
করেনি। এটা হয়েছে যেন ঈশ্বরের কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত
৪ হয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ
শেষ করে ফেলা আমাদের দরকার। রাত আসছে, তখন কেউই কাজ
৫ করতে পারবে না। যতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের
আলো।"

৬ এই কথা বলবার পরে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করলেন।
তারপর সেই কাদা তিনি লোকটির চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন,
৭ "যাও, শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলে।" শীলোহ মানে পাঠানো
হল।

লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং দেখতে পেয়ে ফিরে
৮ আসল। এ দেখে তার প্রতিবেশীরা আর যারা তাকে আগে ভিক্ষা
করতে দেখেছিল, তারা সবাই বলতে লাগল, "এ কি সেই লোকটি
নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

৯ কেউ কেউ বলল, "হ্যাঁ, এ-ই সেই লোক।" আবার কেউ কেউ
বলল, "যদিও দেখতে তারই মত তবুও সে নয়।"

কিন্তু লোকটি নিজে বলল, "হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।"

১০ তারা তাকে বলল, "কিন্তু কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?"

১১ সে উত্তর দিল, "যীশু নামে সেই লোকটি কাদা করে আমার
চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।'
আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম আর দেখতে পেলাম।"

১২ তারা তাকে বলল, "সেই লোকটি কোথায়?"

সে বলল,"আমি জানি না।"

১৩ যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে
১৪ গেল। যেদিন যীশু কাদা করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেই
১৫ দিনটা ছিল বিশ্রামবার। এই জন্য তাকে ফরীশীরাও আবার জিজ্ঞাসা
করলেন, "তুমি কেমন করে দেখতে পেলে?"

সে ফরীশীদের বলল, "তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে
দিলেন, আর আমি তা ধুয়ে ফেলতেই দেখতে পেলাম।"

১৬ এতে ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন বললেন,"ঐ লোকটি ঈশ্বরের
কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না।"

অন্য ফরীশীরা বললেন,"যে লোক পাপী, সে কেমন করে এই রকম আশ্চর্য কাজ করতে পারে?" এই ভাবে তাঁদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিল।

১৭ তখন তাঁরা সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন,"তুমি তার সম্বন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমারই চোখ খুলে দিয়েছে।"

লোকটি বলল,"তিনি একজন নবী।"

১৮ যিহূদী নেতারা কিন্তু লোকটির মা–বাবাকে ডেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন না যে, সেই লোকটি আগে অন্ধ ছিল
১৯ আর এখন দেখতে পাচ্ছে। তাঁরা লোকটির মা–বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ–ই কি তোমাদের সেই ছেলে যার সম্বন্ধে তোমরা বল যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? এখন তবে সে কেমন করে দেখতে পাচ্ছে?"

২০ তার মা–বাবা উত্তর দিল,"আমরা জানি এ আমাদেরই ছেলে, আর
২১ এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল। কিন্তু কেমন করে সে এখন দেখতে পাচ্ছে তা আমরা জানি না; আর কে যে তার চোখ খুলে দিয়েছে তাও জানি না। ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও নিজের বিষয় নিজেই বলুক।"

২২ তার বাবা–মা যিহূদী নেতাদের ভয়ে এই সব কথা বলল, কারণ যিহূদী নেতারা আগেই ঠিক করেছিলেন যে, কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার করে, তবে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেওয়া
২৩ হবে। সেই জন্যই তার মা–বাবা বলেছিল,"ওর বয়স হয়েছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

২৪ যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল নেতারা তাকে দ্বিতীয়বার ডেকে বললেন, "তুমি সত্যি কথা বলে ঈশ্বরের গৌরব কর। আমরা তো জানি ঐ লোকটা পাপী।"

২৫ সে উত্তর দিল, "তিনি পাপী কি না, তা আমি জানি না; তবে একটা বিষয় জানি যে, আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি।"

২৬ নেতারা বললেন,"সে তোমাকে কি করেছে? কেমন করে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?"

২৭ উত্তরে লোকটি তাঁদের বলল, "আমি তো আগেই আপনাদের

বলেছি, কিন্তু আপনারা শোনেন নি। কেন তবে আপনারা আবার
শুনতে চান? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?"
২৮ এতে নেতারা লোকটিকে খুব গালাগালি দিয়ে বললেন,"তুই
২৯ সেই লোকের শিষ্য, কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য। আমরা জানি ঈশ্বর
মোশির সংগে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐ লোকটা কোথা থেকে এসেছে
তা আমরা জানি না।"
৩০ তখন সেই লোকটি তাঁদের উত্তর দিল,"কি আশ্চর্য! আপনারা
জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ
৩১ খুলে দিয়েছেন। আমরা জানি ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না।
কিন্তু যদি কোন লোক ঈশ্বরের –ভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছামত কাজ করে
৩২ তবে ঈশ্বর তার কথা শোনেন। জগৎ সৃষ্টির পর থেকে কখনও
শোনা যায়নি, জন্ম থেকে অন্ধ এমন কোন লোকের চোখ কেউ খুলে
৩৩ দিয়েছে। যদি উনি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে কিছুই
করতে পারতেন না।"
৩৪ উত্তরে নেতারা বললেন,"তোর জন্ম হয়েছে একেবারে পাপের
মধ্যে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিস?" এই বলে তাঁরা তাকে
সমাজ–ঘর থেকে বের করে দিলেন।
৩৫ যীশু শুনলেন যে, নেতারা লোকটিকে বের করে দিয়েছেন। পরে
তিনি সেই লোকটিকে খুঁজে পেয়ে বললেন, "তুমি কি মনুষ্যপুত্রের
উপর বিশ্বাস কর?"
৩৬ সে উত্তর দিল,"তিনি কে, আমাকে বলুন যাতে তাঁর উপরে বিশ্বাস
করতে পারি।"
৩৭ যীশু তাকে বললেন,"তুমি তাঁকে দেখেছে, আর তিনিই তোমার
সংগে কথা বলছেন।"
৩৮ তখন লোকটি বলল, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করি।" এই বলে সে
যীশুকে প্রণাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন।
৩৯ যীশু বললেন, "আমি এই জগতে বিচার করবার জন্য এসেছি,
যেন যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়
তারা অন্ধ হয়।"
৪০ কয়েকজন ফরীশীও যীশুর সংগে ছিলেন। তাঁরা এই কথা শুনে
যীশুকে বললেন, "তবে আপনি কি বলতে চান যে, আমরা অন্ধ?"

৪১ যীশু তাঁদের বললেন,"আপনারা যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের কোন দোষ থাকত না। কিন্তু আপনারা বলেন যে, আপ-নারা দেখতে পান, সেই জন্যই আপনাদের দোষ রয়েছে।

প্রভু যীশুই ভাল রাখাল

১০ "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ ভেড়ার খোঁয়াড়ে দরজা
২ দিয়ে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে ঢোকে, সে চোর ও ডাকাত। কিন্তু সে
৩ কেউ দরজা দিয়ে ভিতরে যায়, সে-ই ভেড়ার রাখাল। ভেড়ার খোঁয়াড়
যে পাহারা দেয়, সে সেই রাখালেকেই দরজা খুলে দেয়। ভেড়াগুলো
তার ডাক শোনে, আর সেই রাখাল তার নিজের ভেড়াগুলোর নাম
৪ ধরে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। তার নিজের সব ভেড়াগুলো বের
করবার পরে সে তাদের আগে আগে চলে। আর ভেড়াগুলো তার
৫ পিছনে পিছনে যায়, কারণ তারা তার ডাক চেনে। তারা কখনও
অচেনা লোকের পিছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে,
কারণ তারা অচেনা লোকের গলার স্বর চেনে না।"
৬ সেই ফরীশীদের শিক্ষা দেবার জন্য যীশু এই কথা বললেন,
৭ কিন্তু তিনি যে কি বলছিলেন তা তাঁরা বুঝলেন না। সেই জন্য যীশু
আবার বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, ভেড়াগুলোর জন্য
৮ আমিই দরজা। আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই চোর আর
৯ ডাকাত, কিন্তু ভেড়াগুলো তাদের কথা শোনেনি। আমিই দরজা।
যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে, তবে সে পাপ থেকে
উদ্ধার পাবে। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে আর চরে খাবার
১০ জায়গা পাবে। চোর কেবল চুরি,খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই
আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন
পরিপূর্ণ হয়।
১১ "আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের প্রাণ
১২,১৩ দেয়। কেবল বেতনের জন্য যে রাখালের কাজ করে, সে নিজে রাখাল
নয় আর ভেড়াগুলোও তার নিজের নয়। নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই
সে ভেড়াগুলো ফেলে পালিয়ে যায়, কারণ সে কেবল বেতন পাবার
জন্য এই কাজ করে আর ভেড়াগুলোর জন্য চিন্তাও করে না। নেকড়ে
বাঘ তাদের ধরে নিয়ে যায় আর ভেড়াগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।